মানসলীলা।

(বিজ্ঞান-মূলক নাটক)

বর্দ্ধমানাধিপতি-মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর
শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যর বিজয় চন্দ্‌ মহ্‌তাব্‌,
কে, সি, এস, আই ; কে, সি, আই, ই ; আই, ও, এম ;

বিরচিত।

সন ১৩২০ সাল।

বর্দ্ধমান রাজবাটী

ওঁ

"উঠ, জাগ, ভ্রান্তিত্যাগ, লভিয়া শান্তি বিরাগ,

সত্যে কর অনুরাগ, সত্য মাত্র আছে সার।"

উৎসর্গ পত্র।

স্বর্গীয়া — [illegible] — দেবীর

জননীর ও ভগিনীর

স্মৃতি উদ্দেশে —
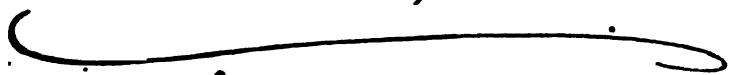
নাট্যোল্লিখিত চরিত্র-নিচয়

চন্দ্রজিৎ ... ক্ষত্রিয় রাজর্ষি।

কমলকুমারী ... উক্ত রাজর্ষির যোগাশ্রমের সেবিকা।

মানসলীলা ... উক্ত যোগাশ্রমের অপর সেবিকা।

জনৈক যুবক, উদাসীন, দ্বারপাল, দণ্ডী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—রাজর্ষি চন্দ্রজিতের যোগাশ্রম।

(রাজা চন্দ্রজিৎ ধ্যানমগ্নাবেশে গাহিতেছেন)।

টোড়ী ভৈরবী—একতালা।

আঁধার জীবনে তুমি যে গো আলো,
জ্যোতির্ম্ময় তুমি, আর সব কালো,
তোমা বিনা কিছু, নাহি প্রাণে ভাল
লাগেগো বিধাতা, দাতা, পাতা, তাতঃ
লহ বুঝে বিভু, এই রাজ্য তব,
ছেড়ে' দাও মোরে ওহে ভবধব,
বাসনা অন্তরে, যে'তে মায়াপারে,
ডাকেহে পাতকী, তাই অবিরত ॥

(কমলকুমারার প্রবেশ ও রাজর্ষিকে সসম্মানে অভিবাদন)।

চন্দ্রজিৎ—কি মা আনন্দময়ি, এলি মা ?

কমলকুমারা—হুঁা আর্য্য।

চন্দ্রজিৎ—'দেখ্ মা কমল! আজীবনটা ভোলানাথকেই ডেকে আসছি, কিন্তু আজ কেন জানি না একবার সেই পাগ্‌লী বেটীকে ডাক্‌তে ইচ্ছে যাচ্ছে। একবার সেই ধীর স্থিরভাবে সম্মুখে দাঁড়াত মা।

(কমলকুমারীর নিশ্চল ভাবে রাজর্ষির সম্মুখে দণ্ডায়মান হওন ও চন্দ্রজিতের ধ্যানমগ্ন হইয়া গীত)।

কীর্ত্তন---একতালা।

ভকতজন-বাঞ্ছিতধন, করুণাময়ী মাগো।
তাপিতমন-শান্তিকারণ, আনন্দময়ী মাগো॥
দেখাগো মা নিবৃত্তি পথ, পূর্ণকর মা মনোরথ,
ছায়া মুছায়ে, মায়া ঘুচায়ে, দে দয়াময়ী মাগো॥

(একদিক দিয়া সজল নয়নে রাজর্ষিকে অভিবাদন করত: কমলকুমারীর প্রস্থান ও অপরদিক দিয়া সহাস্য বদনে মানসলীলার প্রবেশ)।

চন্দ্রজিৎ—কি লীলা, তোর সংবাদ কি, আজ কোন আলোচনা কর্‌বি না?

মানসলীলা—এ দাসীকে না দগ্ধালে বুঝি সুখ হয় না? 'পবিত্র-প্রেম' 'পবিত্র-প্রেম' বলে বলে আমায় দেখে বিভোর হও আর আমি সেই সঙ্গে অনঙ্গ দহনে জ্বলে মরি। প্রভু! তোমার এ কি

আচরণ? তুমি সিদ্ধপুরুষ হও আর নাই হও, আমাকে ভালবেসে তোমার বিকার ঘটুক আর নাই ঘটুক, আমায় এত ভাল বেসো না। আর যদি বাস আমার শরীর মন সব গ্রহণ কর। এ 'ধরা ধরা ধরা দেব না' এ ভাব আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌বো না। আর না হয় বল আমি যথা মন চলে যাই।

চন্দ্রজিৎ—মানসলীলা, আবার সেই প্রলাপ বকিতেছ, কতবার বলিয়াছি তুমি আমার আত্মার প্রতিচ্ছায়া, তুমি মানস-জগতে আমার সেই আদ্যাশক্তি-রূপা। আমি জ্ঞান তুমি শক্তি, আমি গুণ তুমি রূপ, আমি বিবেক তুমি আলোক। ইহাতেও কি তোমার পরিতৃপ্তি হয় না? আমার প্রকৃত আমিত্বটুকু তোমায় সম্পূর্ণ দিয়াছি। তাহা সত্বেও, তাহা পাইয়াও কি আমার এই পোড়া দেহটার জন্য তোমার আকাঙ্খা গেল না? ছি লালা! ছি মায়াময়ি! এ সব ভাব তোমাতে সাজে না। পবিত্রতা উপলব্ধি কর, কারণ তাহাই অটুট থাকিবে, তাহাই চিরস্থায়ী, আর সব ফুৎকারে

নিভিয়া যাইবে। লীলা, লীলা, তুমি আমার মানস-উদ্যানের অপূর্ব্ব পুষ্প তাহাতো জান। আমার অন্তরের পারিজাত, যত দেখি তত আনন্দ পাই। আর যদি সেই পারিজাতটীকে মানস-উদ্যান হইতে উঠাইয়া জীব জগতে আনি, তাহা হইলে আমার হস্ত-স্পর্শে তাহার সুকোমল পাপ্‌ড়িগুলি একে একে খসিয়া পড়িবে, তাহার পবিত্রতা মলিনতায় পরিণত হইবে, তাহার প্রস্ফুটিত ভাব বিশুষ্ক হইয়া যাইবে। ধ্রুবতারা! বোঝ, বোঝ। কর জোড়ে বলি—এই পবিত্র প্রেম বোঝ। তোমাকে পাপভাবে স্পর্শ করিলে তোমায় যে আর পাইব না। তুমি, প্রকৃত তুমি, অনন্তে মিশিয়া যাইবে, আর আমি নিয়ম সংযম হীন হইয়া মর জগতের শত তাড়নায় অধীর হইয়া পড়িব।

মানসলীলা—প্রভু, সব বুঝি কিন্তু দুর্ব্বল আমি, আমার এতে সাধ মেটে না। আমার মনে হয় তুমি আমার কুল মান সব নাও, অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শের সুখে আমায় মাতোয়ারা কর। আমি এ ভাবে আর থাক্‌বনা, থাক্‌বনা, থাক্‌বনা।

চন্দ্রজিৎ—(ক্ষুব্ধভাবে) এ জীবন না সহ্য হয় প্রশস্তদ্বার সম্মুখে, যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। যখন আমা অপেক্ষা আমার এই স্থূলবপু তোমার প্রিয় তখন বপুর বিলাস-উপাদাননিচয় নিশ্চয় তোমার মনকে ভুলাইয়াছে। যাও—এ আশ্রমের পবিত্রতায় তোমার হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যথা মতি তথা গতি হউক।

মানসলীলা—(রুষ্ট স্বরে) এই কি ধর্ম্ম? এই কি নিয়ম? এই কি সংযম? রেখে দাও তোমার যুক্তি ও তর্ক—বেদ আর বেদান্ত। আমার মন হরণ করে, আমার আত্মায় কলুষ এনে, আমার দুর্ব্বলতার উপর চাপ দিয়ে, এখনও দগ্ধাতে চাও? আমার মনে অশান্তি দিয়ে আমাকে পথের ভিখারিণী করতে চাও? তুমি নির্বীর্য্য, তুমি চণ্ডাল, তুমি কাপুরুষ। তুমি আমার সবই হরণ করেছ। ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার প্রেমে! ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বে—

চন্দ্রজিৎ—(বাধা দিয়া) মায়াবিনি! আজ অনেক আশা ভরসা তোমার কথায়, তোমার নির্দ্দয়তায় ভাঙ্গিয়া

যাইতেছ। তুমি সন্ন্যাসীর প্রেম বুঝিতে পারিতেছ না তাই এইরূপ প্রলাপ বকিতেছ। যাহা হউক এ আশ্রমের আর অকল্যাণ সাধিও না; এখন যাও, পরে উপবনে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব এবং তথায় তোমার এই বিভীষিকাময় অহিতকর প্রস্তাব সকলের যথাবিহিত উত্তর দিব।

(মানসলীলার চন্দ্রজিতের দিকে কামাসক্তা ভাবে নির্নিমেষ নয়নে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)।

চন্দ্রজিৎ গম্ভীর স্বরে গাহিলেন।

ইমনকল্যাণ—তেওড়া।

মহাবীর্য্যে বল বীর্য্যহীন রাজর্ষিরে চাঁড়াল।
ধর্ম্মপালে বলি অধার্ম্মিক ভাঙ্গ নিজ কপাল॥
বুঝিয়া বুঝিলি না, পূতপ্রাণে দিলি যাতনা,
আমি কামী নহি পাপী নহি নহি তুচ্ছ ভুপাল॥

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

আশ্রম পার্শ্বস্থ উপবন।

(চন্দ্রজিৎ চিন্তায় মগ্ন; ক্ষণকাল এদিক ওদিক দেখিয়া গাহিলেন)।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

কিসের দুঃখ, কিসের কষ্ট, কিসের মিছে ভাবনা।
কেনবা ক্ষোভ, কেনবা রোষ, কেনবা এত যাতনা॥
যখন আমি আছি তোমাতে, তখন কেন দাও আসিতে,
মানসে গ্লানি, মানস-রাণী, মানস-কমল-আসনা।
মধুর ভাবে, মধুর ক্লান্তি, মধুর প্রেমে, মধুর শান্তি,
মধুরে তোরে, ধ্রুবতারারে, সতত রাখিতে বাসনা॥

(বেগে মানসলীলার প্রবেশ)

মানসলীলা—আবার ঐ গান! আবার ছলনা! হয় আমাকে নাও, আর তা না নাও, ত আমার যৌবনের প্রীতি জন্য ধন রত্ন দিয়া বিদায় দাও আর তা যদি না দাও তবে আমি মরব।

(তীক্ষ্ণ ছুরিকা কটি দেশ হইতে বাহির করিয়া নিজ বক্ষে বিদ্ধ করিবার উদ্যম, দ্রুতপদে কমলকুমারীর প্রবেশ ও মানসলীলার হস্ত হইতে ছুরিকা দূরে নিক্ষেপ করতঃ তাহাকে দুই বাহু দ্বারা পরিবেষ্টন)।

চন্দ্রজিৎ—যা'কে ভব ভাবায়, ভব ঘুরায়, ভব ভোলায়, তা'কে আমার সাধ্য কি কর্ম্মবিপাক হইতে, মায়ার ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে রক্ষা করি। লীলাময়ী মানস প্রতিমা! তোমার ভবিতব্যে যাহা আছে তাহা অন্তর্দৃষ্টিতে বেশ দেখিতেছি। হায়, আমার পবিত্র ভালবাসার যে এই প্রতিদান হইবে তাহাত স্বপ্নেও ভাবি নাই। যাক্, বুঝেছি আমারও এখন মানুষ হইতে বিলম্ব আছে। এই লও লীলা, ধন রত্ন লও (অর্থ ও রত্নাদি প্রদান)। পার্থিব আকাঙ্খা পূরণ করগে। তোমার যৌবনের প্রথম পিপাসা মিটিয়া গিয়াছে ভাবিয়াই তোমায় আমার হৃদয়ের পবিত্র প্রেম দেখাতে সাহসী হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি তাহা আমার মহা ভ্রম হইয়াছিল, কারণ এখনও নব নব পিপাসা তোমার হৃদয়কে ব্যাকুলিত করিতেছে, এ সকলে যে তোমার মঙ্গল হইবে না তাহা বুঝিতেছি। কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া তুমি কোন্ মোহ-সমুদ্রে ভাসিয়া যাইবে জানি না, তবে জানিও, জীবনের ভাটা আরম্ভ হইলে আবার এই দিকেই আসিতে হইবে। লীলা, তুমি এই উন্মত্ততার

জোয়ারে এখন যেখানেই ভাসিয়া যাও না কেন, মনে রাখিও, এ সন্ন্যাসী-হৃদয় তোমার জন্য পাতা রহিল। যখনই ক্লান্তা, শ্রান্তা, ভ্রান্তা, কুলহারা, প্রাণহারা হইয়া পড়িবে তখনই আসিও, আমার এ মানস-মন্দিরে তোমার যে স্থান সংরক্ষিত আছে তাহা কখনও অন্যের অধিকারে যাইবে না; লীলা, বুঝিয়াছত? বুঝিলে ত, লীলা? এখন যাও, যেখানে নিয়তি লইয়া যাইতেছে তথায় যাও। তবে স্মরণ রাখিও যতদিন না তোমার চেতনা হইতেছে—যতদিন না মনের ভ্রম ও কলুষ বিদূরিত হইতেছে ততদিন আর আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। (স্বগত) হায়, যা'কে এত ভাল বেসেছি, যার আত্মার হিতের তরে দিবানিশি নিজের যোগশান্তি ভঙ্গ করেও ভেবেছি, কেঁদেছি, তাকে এইরূপে বিদায় দিতে হবে কে ভেবেছিল! আজ একটা হৃদয়ের মহাতন্ত্রী কে যেন ছিঁড়ে নিচ্ছে। (প্রকাশ্যে) লীলা! বিদায়; তোমার শত অপরাধ, শত পাপ আজীবন সহ্য, ক্ষমা ও বহন করিব।

(মীনসলীলার দিকে সজল নয়নে তাকাইয়া চন্দ্রজিতের দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ উপবনের নিবিড় প্রান্তে প্রবেশ)।

কমলকুমারী—(মানসলীলার গলবেষ্টন করতঃ গদ্ গদ্ স্বরে

ছি ছি! সব হারালি! হায়, হায়, এ কি করলি!

(মানসলীলা ও কমলকুমারীর নীরবে প্রস্থান। চন্দ্রজিতের পুনঃ সম্মুখে আগমন ও যে দিক দিয়া মানসলীলা প্রস্থান করিল সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া গান)।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হারা'লি করম দোষে পবিত্র প্রেমের ধারা।
বঝিলি না কেন তো'রে বাসি ভাল, ধ্রুবতারা॥
তুচ্ছ ধন মান লাগি, হয়ে কাম-অনুরাগী,
করিলি মোরে বিরাগী, দুঃখেতে পাগলপারা।
নাহি ক্ষোভ আচরণে, যদিচ লেগেছে প্রাণে,
তো'র ভাব দরশনে, হেরি' তো'রে দিশেহারা
আমাকে পা'বার আশা, হইল এবে দুরাশা,
পুণ্যভাব নাহি রহে, যথা পাপ পূর্ণাকারা।
বিভুপদে এ মিনতি, করুন তোর সুগতি
ফিরুক লীলার মতি, বহুক্ আনন্দ ধারা॥

পটক্ষেপণ]।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মানসলীলার সুসজ্জিত গৃহ-কক্ষ।

মানসলীলা—(স্বগত) রূপযৌবনের লালসায়, চন্দ্রজিতের টাকায় বিলাসেরত চূড়ান্ত হয়ে গেল, কিন্তু শান্তি এল কৈ? রাজর্ষির পাশে কামোন্মথিত চিত্তেও যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শান্তি ছিল। হায়, তাঁর নির্ম্মল মনে কত কষ্টই না দিয়ে এসেছি। আজ তিন বৎসরের উপর হল তাঁর দর্শন পাই নেই। তাঁর সব কথাই ফল্‌ল। তাঁর নিকট তাঁকে সর্ব্বতোভাবে পাবার জন্য কুল মান গিয়েছে বলে ভাণ কর্‌তাম্‌, আর আজ সত্য সত্যই সব গিয়েছে। আমি বারবিলাসিনী অপেক্ষা অধম হয়ে, কামুক পুরুষদের কৃত্রিম ভালবাসার বশবর্ত্তিনী হয়ে, স্বার্থপর নীচ পাশবিক প্রেমের তাড়নায়, লজ্জা, ভয়, ঘৃণা সব হারিয়েছি। আত্মীয় স্বজন সবাই আমায় ত্যাগ করেছে। হায় কি কর্‌লাম।

আর্য্য! প্রাণের দেবতা চন্দ্রজিৎ! দাসীর এদশার কথা তোমার সকরুণ কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করে নেই? তোমার কি দয়া হবে না? (চন্দ্রজিতের চিত্র লইয়া চুম্বন) ভগবান! চন্দ্রজিৎ পরম দেবতা আর আমি ঘোর পিশাচী, আমি কি তাঁকে আর পাব দয়াময়! আমি যাতে তাঁর সেই নিষ্মল প্রেমের অধিকারিণী হতে পারি, তাঁকে পেতে পারি, সেই পথ দেখাও; আমার সব পাপ আশা মিটেছে, এখন আমি তাঁর সেই বক্ষে একবার এই মাথাটী রেখে কেঁদে কেঁদে মরতে পেলে সুখী হব। তিনি রাগ করে যখন আমাকে পথের ভিখারিণী করতে চেয়েছিলেন তখন বুঝি নাই যে সেটা আমার হিতের জন্যই। হায়, তখন সদর্পে তাঁর নিকট অর্থের জন্য লালায়িত হয়ে, তাঁকে শত তিরস্কার করে, তুচ্ছ ধন লয়ে এসেছিলাম। আর আজ সেই অর্থের জন্য আমার সতীত্ব হারিয়েছি—আমার নারী জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়েছি। শুধু তাই নয়, সেই অর্থের জন্য কত নরপিশাচ আমার দ্বারে

এসেছে। চন্দ্রজিৎ, তুমি একদিন রেগে বলেছিলে "লীলা তুই আমাকে চাস্‌না, আমার অর্থকে চাস্—কিন্তু এর প্রতিফল তোকে পেতে হবে"—হে প্রভু! আজ দেখ্‌ছি সে কথা হাতে হাতে ফল্‌ছে। এই ঘর, এই সাজ সজ্জা দেখেইত পোড়া পুরুষ আসে, তাদের মধ্যে একজনও ত আমায় প্রকৃত ভাল বাসে নাই; ভাল বাসেওনা। হে ঈশ্বর! লীলার প্রায়শ্চিত্ত বেশ হয়েছে, আরও হোক নাথ—আমি যাতনা পেয়ে, যদি তাঁর মনে যে কষ্ট দিয়েছি তার কণামাত্র দূর কর্‌তে পারি, তবে যেন আরও কষ্ট পাই। চন্দ্রজিৎ—চন্দ্রজিৎ, তোমার পবিত্রহৃদয় না জানি দাসীর জন্য কতই সহ্য করেছে—না জানি নির্জ্জনে কতই কেঁদেছে। জগৎপতি! এতদিনে বুঝেছি চন্দ্রজিৎ কি জিনিষ। চন্দ্রজিৎ! প্রভু! পালক! একবার দেখা দাও—তুমি যে বলেছিলে "লীলা তুই শত বিলাসের মধ্যে শত বৃশ্চিক্-দংশন্-যাতনা অনুভব কর্‌বি"—তা তো হয়েছে।

(রোদন)।

(লীলার পূর্ব্বপ্রেমানুরাগী একজন যুবকের প্রবেশ)।

যুবক—এখন কান্না রাখ্, একশ' টাকা চাই, এখনি দে।

মানসলীলা—টাকা আর কোথা পাব ? সবই ত নিয়েছ।

যুবক—(লীলার কেশাকর্ষণ করতঃ)—আবার বজ্জাতি, টাকা দিবি কি না বল্, তা না হলে আজ মেরে ফেল্‌বো।

মানসলীলা—না, তোমার পাপ হাতে মর্‌তে চাই না! এই অনন্তগাছিই শেস সম্বল, তাও নাও, নিয়ে বিক্রী করে তোমার যে টাকার দরকার আণ্‌গে। ঘরে আর একটী পয়সাও নাই। পাওনাদারেরা রোজ তাগাদা কর্‌ছে, মহাজনে বাড়ী ক্রোক দেবে বল্‌ছে, এই বার ভিক্ষে করে খেতে হবে।

যুবক—তোর আবার ভিক্ষে জুট্‌বে! (পদাঘাত করতঃ লীলার বাহু হইতে সজোরে অনন্তটী কাড়িয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গণিকাপল্লী।

(জনৈক উদাসীনের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)।

লম্-খাম্বাজ—ঠুংরি।

কখন কি রঙ্গে থাক
বুঝি না ভঙ্গিমা দেখে',
বাঁকা পথে সদা গতি,
সোজাটীকে দূরে রেখে'।
পবিত্রতা দিলে ধরে',
পায়ে ছুড়ে ফ্যালো তা'রে,
কলুষ-কলসী কাঁকে,
ছলনা-অঞ্জন চোখে॥

(প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রজিতের যোগাশ্রমের প্রাঙ্গন।

(এক পার্শ্বে মানসলীলার প্রস্তর মূর্ত্তি, চন্দ্রজিৎ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গদ্‌গদ্ স্বরে গাহিতেছেন)।

কাফি—ঝাঁপতাল।

স্মৃতি মন্দিরের গো পূজারি আমি,
কি পূজা করি সেথা জানে অন্তর্যামী।
মানস দহনে, এসেছি বিজনে,
স্মৃতি বিলোপনে, শান্তি অনুগামী।
তথাপি নূতন, কত শত যেন,
স্মৃতি অনুক্ষণ, করে পুনঃকামী।
পতিত পাবন, ডাকে অভাজন,
করহ পালন, ওহে ভবস্বামী॥

(প্রস্তর মূর্ত্তির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চন্দ্রজিৎ তাকাইতে লাগিলেন। কমল কুমারীর প্রবেশ)।

কমলকুমারী—আর্য্য, এত শিক্ষা, এত পবিত্রতা আপনি জগৎময় দিতেছেন, এ অভাগিনীকে কত উন্নতা করিয়াছেন, তথাপি আপনি নিজে এই মায়াবিনী লীলার স্মৃতিটী ভুলিতে পারিলেন না? শুধু তাহাই

নহে, সেই স্মৃতিটীকে জাগরুক রাখিবার জন্য মানস কল্পিত প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মানসলীলার মানস পূজায় যে কেন রত আছেন, ভগবন্, ইহার তো মর্ম্ম কিছুই বুঝিলাম না। লীলাকে তো আমি অত্যন্তই ভাল বাসিতাম, স্নেহ করিতাম; তবে সে যে দিন এই আশ্রমে আপনার পবিত্র হৃদয়ে অনর্থক ক্লেশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সে দিন সে আপনার মহৎ উদ্দেশ্যে বাধা দিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহাকে ভাল বাসিলেও আমি তাহাকে নারকী পিশাচী বলিয়া জানিয়াছি—

চন্দ্রজিৎ—(বাধা দিয়া) চুপ, চুপ্, লীলাকে পিশাচী বলিস্ না। কল্যাণময়ি, সে যে আমার মানসী, সে যে আমার পাষাণী শ্যামা। সে আস্ছে—মন বেশ বল্‌ছে, সে আস্ছে। আমার পবিত্র ভালবাসার মহাপরাক্ষা অতি সন্নিকট। কমলা! আমি যে তাহার স্থূল বপুকে ঘৃণা করিতাম, তাহা নহে, তবে যাহা নশ্বর, যাহা থাকিবে না, তাহার জন্য মায়া করিয়া কি হইবে এই ভাবিয়া তাহার দেহের কান্তিকে উপেক্ষা করিয়া, তাহার মানস রূপেরই

ভজনা করিতাম। সেই জন্য নিশিদিনই মানস-লীলাকে আমার মানস-হংসের বিন্দু স্বরূপে ধ্যান করি ও করিব। (স্বগত) হায়! কোথায় পতিব্রতা সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিনী আমার! তুমি আগেই গেছ। তোমার ন্যায় পবিত্র কুসুম এ জীবন-উদ্যানে আর পাব না। তোমার পতিভক্তি, তোমার পতির জন্য ত্যাগ স্বীকার, তোমার পতির উপর অন্ধবিশ্বাস এ সকল ভোলবার নয় জীবন সঙ্গিনি! তবে তুমি আগে গেছ ভালই করেছ, কারণ আমাদের অবতরণ, কর্ম্মক্ষয় জন্য। নিজে কর্ম্ম করি, করে তাতেই লূতাতন্ত্রের ন্যায় জড়াতে ভালবাসি। তুমি পুণ্যবতী পুণ্যময়ী হয়ে চলে গেছ, আর আমি মহাকর্ম্মী—কর্ম্মের স্রোতে হাবুডুব খেয়ে এই সদ্য মুক্তির তীরে এসেছি। তবে আর বিলম্ব নাই। প্রিয়তম পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে বানপ্রস্থ অবলম্বনের সময় অতি সন্নিকট। এখন সেই পাগ্‌লা মহেশ আর যে টুকু বাকী আছে করিয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত। (প্রকাশ্যে) মা কমল-কুমারি! সুখ দুঃখের মীমাংসাটা বুঝলি তো মা।

যেটী কাল সেইটীই ধ'ল—এখন দেখ্‌লি তো মা।

কমলকুমারী—আর্য্য, আপনি ধন্য! আর ধন্য আপনার তিতিক্ষা! ধন্য আপনার মানসলীলার প্রতি অগাধ প্রেম! আর ধন্য আপনার ঈশ্বরানুরাগ! আর্য্য, আজ শরীর আমার কাঁপ্‌ছে—কে যেন বলে দিচ্ছে, 'কমল তোর ভব বন্ধন ছেদনের সময় উপস্থিত' দেব, গুরু, পতি, পালক, আজ দ্বাদশ বৎসর এই আশ্রমে আপনার জীবন-সঙ্গিনী হয়ে মধু হতে মধুর শিক্ষা পেয়ে শান্তি লাভ করেছি। এখন পিতা বিদায় দিন। ঐ যে নিয়তি আমায় যাবার জন্য সঙ্কেত কর্‌ছে। যাই সেই মানস-সরোবরের ধারে আপনার ধুনিটী আবার জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিগে।

(চন্দ্রজিৎচরণে পতন ও মৃত্যু

চন্দ্রজিৎ—একি! একি! কমল! কমল! কমল আর ইহজগতে নাই? দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ। যা সতি—যা, কোথায় পালাবি? সব যাবে কিন্তু তুই, মানসলীলা আর আমি যাব না। উঠ্‌বো ডুব্‌বো, আবার উঠ্‌বো। যতদিন না ভারতক্ষেত্রে

আমার কার্য্য শেষ হচ্ছে, ততদিন কভু বা চাঁড়াল কভু বা বামুন, কভু বা রাজা কভু বা যোগী বেশে আস্‌তে যেতে হবে; আর তার সঙ্গে সঙ্গে যাদের দরকার তারাও আস্‌বে যাবে। (সজল নয়নে আশ্রমের দিকে চাহিয়া) রে আশ্রম! আজ আশ্রম-জীবন শেষ হল, এইবার বনে বনে বেড়াব।

(কমলকুমারার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া গীত।)

ধানি মিশ্র—একতালা।

সংসারে এসেছি সংসারার সাজে,
সংসারের তরে সংসারার কাজে,
স্মৃতিটুকু তব জাগে মাঝে মাঝে,
অতীত দেখায়ে ভবিষ্য বুঝায়ে।
মজেছি, মজিব, মজিয়া মজাব,
ভজেছি, ভজিব, ভজিয়া ভজাব,
কৌপিন পরে'ছি আবার পরিব,
হেসে চলে' যা'ব আনন্দ-আলয়ে॥

(পটক্ষেপন)।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

আশ্রমস্থ কানন।

(কাননের দ্বারে দ্বারপাল পদচারণা করিতেছে, কাননমধ্যে বৃক্ষতলে পরিভ্রমন করিতে করিতে রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ শূন্যমনে গাহিতেছেন)।

ঝিঁঝিট—একতালা।

জীবন-শ্মশানে, ধীরে ধীরে কেন এলি লীলাময়ী ধাইয়া।
স্মৃতির চিতাতে, ঘৃতাহুতি কেন দিলিগো মানসে আইয়া॥
বেসেছিনু ভাল একজনে আগে, যুবক প্রাণের পূর্ণ অনুরাগে,
কর্ত্তব্য-পালনে ছেড়েছিনু তা'কে, সুদূর দেশেতে যাইয়া।
স্মৃতির নদীতে বহে'ছে সলিল, মলিনতাময় কভুবা সুনীল,
ভেঙ্গে' গে'ছে বুক করমের স্রোতে, অশেষ আছাড় খাইয়া।
সতীত্বের দ্বারে করিনি কখন, জঘন্য কামের কাম আলাপন,
তাইত শিখেছি পবিত্র প্রেমের, সুরটী মুরমে গাইয়া।
ভালবাসি তো'রে জীবন ভরিয়ে, আঁখি মন প্রাণ হৃদি প্রসারিয়ে,
ম'লেও মানসা পা'ব আমি তো'রে, প্রেমানন্দ ধাম পাইয়া॥

(চন্দ্রজিৎ চিন্তায় মগ্ন হইলেন)।

(দ্বারদেশে মলিন বসনে আলুলায়িতকেশে রুগ্নদেহে
যষ্টিহস্তে মানসলীলার ধীরে ধীরে আগমন)।

মানসলীলা—(দ্বারপালকে সম্বোধন করিয়া) বাবা, তোর রাজা কোথায় ? আমাকে তার কাছে নিয়ে যা বাপ্।

দ্বারপাল—আরে মায়ি, মহারাজতো বন্‌মে ফিরতা হ্যায়, অভি কিসিকো যানেকা হুকুম্ নহি।

মানসলীলা—বাবা, আজ তিন দিন কিছু খেতে পাই-নেই। তাতে দুঃখু নেই, তবে একবার তাঁকে দেখে মর্‌তে চাই তোর পায়ে পড়ি বাপ্, একবার তাঁকে খবর দে—বল্ যে তাঁর হারাণ দুঃখিনী এসেছে। (রোদন)।

চন্দ্রজিৎ—(স্বর শুনিয়া বনমধ্য হইতে দ্রুত পদে উদ্যান দ্বারে আসিতে আসিতে) কেও ? কার স্বর ? পূর্ব্বস্মৃতি কেন জাগে ? সব্‌ত গেছে—কমল গেছে লীলাকেও হারিয়েছি—তবে ও কার স্বর ?

মানসলীলা—(অগ্রসর হইয়া চন্দ্রজিতের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইয়া)—ক্ষমা—ক্ষমা ! (মূর্চ্ছা)।

চন্দ্রজিৎ—লীলা, মানসি, হায় হায় ! এই কি আমার সেই লীলা ? এই কি, সেই তড়িৎপ্রফুল্লতি,

কোমললতিকা মানসলীলা ? হে দয়াল ! (ক্রন্দন) গহনে, বিপিনে, এই দিন দেখাবার জন্য কায়মনোবাক্যে কত তোমায় ডেকেছি কত কেঁদেছি, আর আজ যখন সে বাসনা পূর্ণ কর্‌লে তখন আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ছিনা। কত পূর্ব্বস্মৃতি, কত ভাব, কত ভালবাসা উদয় হচ্চে। লীলা, লীলা—আয় তোর ভোলানাথের কোলে আয়। (মূর্চ্ছিতা লীলাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন)।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(জনৈক দণ্ডীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

কীর্ত্তন—তুক্ক

নয়ন আনন্দে, মানস আনন্দে,
হৃদয় আনন্দে, ভাসে গো।
তোমার পূজনে, তোমার ভজনে,
তোমার চরণ বন্দি গো॥
তুমিগো আলোক, আমি অন্ধকার,
ধারণায় তব শান্তি অনিবার,
তব জ্যোতি ধ্যানে, মম সহস্রার,
জ্ঞান-শতদল ফোটে গো॥

(প্রস্থান)।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-প্রাসাদের মধ্যস্থ একটী শয়ন কক্ষ।

(মানসলীলা মৃত্যু শয্যায় শায়িতা। পার্শ্বে চন্দ্রজিৎ মলিন বদনে উপবিষ্ট)।

মানসলীলা—(ক্ষীণস্বরে) প্রাণের দেবতা! মানস পতি! দাসী সব ভুলেছে, দাসীর সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। এখন মৃত্যুকে আর ভয় করি না। এখন তোমার স্পর্শ, তোমার রূপ, তোমার নিশ্বাস সবই আমার পক্ষে স্বর্গ। তোমাকে দেখে আমার আরতো কামযাতনা আসে না, এখন কমনীয় শান্তি! আহা! তোমার কি সুন্দর প্রেম! কি সুন্দর প্রেম! আজ এই তিন মাস এ অভাগিনী শয্যায় শায়িতা আর তুমি শত কাজ ফেলে একদিনের তরেও তার সঙ্গ ছাড় নাই। নিশিদিন পবিত্র ভালবাসা শিখিয়ে, জীবনের পরপারের পাথেয় দিয়ে, আমায় ধন্য করলে। (শূন্য দৃষ্টে) কমল, কমল! আমি শীঘ্র যাচ্ছি। এবার দেখবো মানস-সরোবরে চন্দ্রজিতের

আশ্রমে কে বেশী অধিকারিণী হতে পারে।
(চন্দ্রজিতের হাত ধরিয়া) চন্দ্রজিৎ! হৃদয় দেবতা!
বল—আবার বল আমায় ক্ষমা করেছ। বল,
আমি মরে, তোমায় পাব। বল, অনন্তকাল
তুমি আমার পতি, তুমি আমার গতি, তুমি আমার
মুক্তি হবে।

চন্দ্রজিৎ—(অশ্রুপূর্ণ লোচনে) লীলা! যা হবার নয় তা
কখন হবে না, যা হবার তা নিয়ত হবে। যা
ছিল না তা থাক্‌বেনা, যা আছে তা যাবে না।
লীলাময়ি! মানসি! মানসগঙ্গে! যে দিন তুই
আমার আশ্রম ত্যাগ করে গিয়েছিলি সে দিন
তোর এই স্থূল মানসলীলাটার অধোগতি ভেবেই
রুষ্ট ও চিন্তিত হয়েছিলাম, কিন্তু আমি তখনও
জানতাম, এখনও জানি, মানসলীলা মানস-জগতে
আমার,—আর কাহারও ছিল না, হবেও না।
সুতরাং তোকে ক্ষমা না করে কি থাক্‌তে
পারি? তোকে সেই দিনই ক্ষমা করেছি।
শ্রীভগবান যে তোকে এই জীবনেই এত কষ্ট
দিয়ে আলোক দেখালেন, আমি যে, ব্রহ্মজ্ঞানে,

তোকে আমার নিজস্ব করবার জন্য আশ্রমে ব্যস্ত হয়েছিলাম তা তোকে অন্তিমে সম্পূর্ণ প্রদান করতে পারলাম এ ভাগ্য বড় কম নয়। লীলা, আর কোথা যাবি, এখন তো আমি অনন্তকালের জন্য তোর। তুই যে আমার—আর কারও নোস্ এই যে বুঝেছিস্ এই আমার যথেষ্ট পুরষ্কার। এখন লীলা "**তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই, কোন বাধা নাই ভুবনে**"। আমি ভোলানাথ আর তুই ভবানী। আমাদের বিচ্ছেদ ও পুনর্মিলন জগতের হিতের জন্যই হয়েছিল। আমাদের উদয় বিলয়ে জগতের উদয় বিলয়।

(মানসলীলাকে আলিঙ্গন)।

মানসলীলা—(উঠিয়া চন্দ্রজিতের বক্ষে মাথা রাখিয়া করজোড়ে চন্দ্রজিতের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া)—

"**অসতো মা সদ্গময়**
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামমৃতং গময়"।

(চন্দ্রজিৎ-বক্ষে চক্ষু মুদিয়া মানসলীলার মৃত্যু)।

চন্দ্রজিৎ—(সজল নয়নে) গেলি মানসলীলা ! যা—যা সেই স্থানে, যেখানে আমিও যাচ্ছি : আজ হতে তুই আর আমি দিবানিশি একত্রে থাক্‌বো। ধন্য ভগবান ! ধন্য তুমি ! আমার দীক্ষা, আমার শিক্ষা, আজ সম্পূর্ণ হল।

(পটক্ষেপন)।

চতুর্থ অঙ্ক।

শেষ দৃশ্য।

শ্মশান ভূমি।

(মানসলীলা চিতায় শায়িতা—রাজর্ষি চন্দ্রজিৎ গৈরিক কন্থাভূষিত হইয়া লীলার চিতায় আগুন দিতেছেন)।

চন্দ্রজিৎ—আর ক্ষণকাল মধ্যে স্থূল মানসলীলার কিছুই থাকিবেনা কিন্তু আজ হইতে সে সম্পূর্ণ আমার, কারণ—"আমিত জীবন-ব্যাপী আমিত স্বাধীন" "সেও আমি, আমিও সে"

(প্রজ্জ্বলিত চিতার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে নীরব হইলেন ; আবার বিস্ফারিত নেত্রে কম্পিত স্বরে বলিলেন)—

ঐ—ঐ—কেশকলাপ পুড়ে গেল !

ঐ—ঐ—দক্ষিণ চক্ষুটী গেল ! এইবার বাহ্য-লীলাকে শেষবিদায়—

(লীলার অর্দ্ধদগ্ধ অধরোষ্ঠে চুম্বন করতঃ প্রজ্জ্বলিত চিতা হইতে একটী প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠ লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে গীত)।

ভৈরবী—একতালা।

আমার চিতা জ্বলিবে যেদিন,
হইবে ভুবন মুখ মলিন,
খোল্‌টা পুড়িবে, সকলে দেখিবে,
আমি চলে' যা'ব হাসিয়া।

(বিকট হাস্য

করমের ডোর, খুলে' গে'ছে মোর,
কেটে গে'ছে সব বিষয়ের ঘোর,
তাই পুষ্পে, পত্রে, পবনে, গগনে,
চলিগো তরঙ্গে নাচিয়া॥

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।